ইউনিট ৬

আবাসস্থল পরিকল্পনা

ভূমিকা

আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাসস্থান বা আবাসস্থল। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গৃহে বসবাস করে। মানুষের সকল চাহিদা, যেমন- খাদ্য ও পোশাকের চাহিদা, শিক্ষা, আনন্দ উল্লাস, চিকিৎসা, ইত্যাদি গৃহ পরিবেশ থেকেই পূরণ হয়। গৃহে আমরা মা-বাবা, ভাই বোন, দাদা, দাদি নিয়ে বসবাস করি। গৃহ পরিবেশে শিশু বেড়ে ওঠে, সামাজিকতা শেখে, শিশুর আবেগিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটে। এভাবেই শিশুর স্নেহ, ভালোবাসা, রাগ, জেদ, ভালো-মন্দ, সততা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। সুতরাং দেখা যায় গৃহ কেবল আমাদের আশ্রয়ই দেয় না আমাদের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১ : বসবাসের জন্য এলাকা, জমি, বাড়ি ও ফ্ল্যাট নির্বাচন
পাঠ - ৬.২ : বাড়ির নকশা পরিকল্পনা

পাঠ-৬.১ বসবাসের জন্য এলাকা, জমি, বাড়ি ও ফ্ল্যাট নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবাসস্থলের জন্য এলাকা নির্বাচনের লক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাসগৃহের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদাগুলো শনাক্ত করতে পারবেন;
- জমি বা ভূমি নির্বাচনের লক্ষণীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্বাচনের লক্ষণীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষ একা থাকতে পারে না। মানুষ সঙ্গ প্রিয় অর্থাৎ মানুষ একসাথে থাকতে পছন্দ করে, এজন্যই মানুষ পরিবার গঠন করে। অনেক গুলো পরিবার পাশাপাশি অবস্থানের ফলেই সমাজ গঠিত হয়। পরিবারের বসবাসের জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের। গ্রাম এলাকায় মানুষ উত্তোরাধিকার সূত্রে বা বংশ পরম্পরায় একই বাসস্থানে বসবাস করে। আবার অনেকে চাকরি, সন্তানের পড়াশুনা ইত্যাদি কারণে কর্মস্থলের কাছাকাছি বাসা ভাড়া করে বা ফ্ল্যাট/জমি ক্রয় করে। এই আবাসগৃহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এলাকা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এলাকা নির্বাচনের সময় কতগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

এলাকা নির্বাচনে লক্ষণীয় বিষয়

১। বাসগৃহ আবাসিক এলাকায় হতে হবে। আবাসিক এলাকা বলতে বোঝায় যে এলাকায় কেবল বিভিন্ন পরিবার বসবাস করে, যেখানে শিল্প কারখানা নাই।

২। বাসস্থান কর্মস্থলের কাছাকাছি বা শিশুদের স্কুলের কাছাকাছি হতে হবে। এতে যাতায়াতের সময় জীবনের ঝুঁকি, ক্লান্তি কষ্ট ও অর্থব্যয় কম হবে।

৩। এলাকায় নিরাপত্তা থাকতে হবে। নিরাপত্তা মানসিক শান্তি দেয়।

৪। এলাকা নির্বাচন নিজের আর্থিক অবস্থার মধ্যে থাকতে হবে।

৫। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিযোজনের জন্য প্রতিবেশীদের জীবনমানের সাথে মিল থাকতে হবে।

জমি, বাড়ি ও ফ্ল্যাট নির্বাচন

বসবাসের জন্য জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্বাচন করার সময় পরিবারের আয়, সদস্য সংখ্যা, পেশা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের দেশে শহর এলাকায় বহুতল ভবন বা ফ্ল্যাট বাড়ি বেশি তৈরি হয়। শহরতলি বা গ্রাম এলাকায় কাঁচা বা পাকা বাড়ি বেশি দেখা যায়। সেখানে মানুষ জমি ক্রয় করে বাড়ি তৈরি করে। শহরের মানুষ ফ্ল্যাট বাড়িতে বসবাস করতে পছন্দ করে। শহরে বা গ্রামে যেখানেই হোক না কেন বাসগৃহ আমাদের প্রয়োজন বা চাহিদাগুলো ঠিকমত মেটাতে পারছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যেমন-

১। **নিরাপত্তা :** গৃহ আমাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রখর রোদ, ঝড়, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

২। **গোপনীয়তা :** ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, আব্রু রক্ষা করতে গৃহের প্রয়োজন।

৩। **আরাম আয়েশ :** সারাদিন কাজ- কর্ম করার পর মানুষ গৃহে আরাম করে বিশ্রাম নেয়।

৪। **দৈনন্দিন কাজ কর্ম :** দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজকর্ম, যেমন- রান্না, খাওয়া, পড়াশুনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মেহমানদারি ইত্যাদি কাজগুলো গৃহেই করা হয়।

৫। **মানসিক বিকাশ :** গৃহ পরিবেশ থেকেই শিশুর মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। জীবনের লক্ষ্য ও মান নির্ধারিত হয়। এই মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মান আমাদের চলার পথে দিক নির্দেশনা দেয়।

৬। **সমাজ ও জাতি গঠন :** গৃহ মানুষকে সভ্য সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সভ্য সমাজই উন্নত জাতি গঠনের হাতিয়ার।

জমি বা ভূমি নির্বাচন

বাসস্থানের জন্য ভূমি নির্বাচনের সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো-

- শক্ত মাটি ও উঁচু জমি বাসগৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত। ডোবা বা পুকুর ভরাট করে বাসগৃহ নির্মাণ করলে মাটি ডেবে ক্ষতি হতে পারে।
- জমির আকার বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে বর্গাকৃতি ও আয়তাকৃতি জমিতে বাসস্থান নির্মাণ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।
- জমিতে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও পয়:নিষ্কাষণ ইত্যাদি সুবিধাদি আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বর্তমানে জমির দাম অনেক বেশি। আর্থিক অবস্থা, ঋণ সুবিধা, কর, খাজনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে জমি ক্রয় করতে হবে।

বাসগৃহ বা ফ্ল্যাট নির্বাচনের লক্ষণীয় বিষয়

১। আয় : পরিবারের আয় অনুসারে বাসগৃহ নির্বাচন করতে হবে।

২। আকার : পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে বাসগৃহ বড় প্রয়োজন হয়। সদস্য সংখ্যা অনুসারে বাসগৃহের ব্যবস্থা করলে পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত কাজ কর্ম সহজ হয়, পড়াশুনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

৩। প্রতিবেশী : সামাজিক জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব অনেক। সমমনা প্রতিবেশী হলে মানসিক শান্তি লাভ হয়। নিরাপত্তায়, বিপদে, প্রয়োজনে সহযোগিতা পাওয়া যায়।

৪। যোগাযোগ : কর্মস্থল বা স্কুল কলেজের কাছাকাছি বাসস্থান হলে যাতায়াতে অর্থ কম ব্যয় হয়। আবার বাসে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলেও ব্যয় কম হয়।

৫। শখ ও কর্মতৎপরতা : বাসস্থানকে ঘিরেই পরিবারের সদস্যদের শখ পূরণ হয়। বৃক্ষ রোপণ, হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, খেলাধুলা ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিবারের সদস্যদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়, শখ পূরণ হয় এবং পরিবারের আয় বাড়ে।

৬। অন্যান্য সুবিধা : হাট, বাজার, ব্যাংক, মসজিদ, হাসপাতাল ইত্যাদি সামাজিক সুবিধার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। এলাকা নির্বাচনের সময় আপনি যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করবেন তা দেখান। ২। ফ্ল্যাট নির্বাচনের সময় আপনার পরিবার যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবে তা বর্ণনা করুন। ৩। বাসা ভাড়া নেওয়ার সময় বিষয় বিবেচনা করবেন তার যা যা তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

বাসগৃহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এলাকা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এলাকা নির্বাচনের সময় কতগুলো বিষয়ের প্রতি রক্ষ্য রাখতে হয়, যেমন- আবাসিক ও নিরাপদ এলাকা, কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি, ভালো প্রতিবেশী, সর্বোপরি আর্থিক দিক বিবেচনায় রাখতে হয়। বসবাসের জন্য জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্বাচন করার সময় পরিবারের আয়, সদস্য সংখ্যা, পেশা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলো মেটাতে পারবে কিনা তা বিবেচনায় থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাড়ি নির্মাণের জন্য জমি হতে হবে-
ক) বর্গাকৃতির খ) ত্রিভুজাকৃতির
গ) লম্বা আকৃতির ঘ) গোলাকৃতির

২। কোন দিক বিবেচনা করে বাসগৃহ নির্বাচন করতে হবে ?
ক) পারিবারিক আয় খ) পারিবারিক ব্যয়
গ) পারিবারিক সৌর্হাদ্য ঘ) পারিবারিক বন্ধন

৩। কোন ধরনের উঁচু ভূমিতে বাড়ি নির্মাণ মজবুত হয় ?
ক) শক্ত মাটিতে খ) দোআঁশ মাটিতে
গ) লাল মাটিতে ঘ) পলিযুক্ত মাটিতে

৪। আবাসস্থল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে হয়?
ক) এলাকা খ) প্রতিবেশী
গ) স্থলভাগের দৃশ্য ঘ) আবহাওয়া

পাঠ-৬.২ বাড়ির নকশা পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাড়ির নকশা পরিকল্পনায় মূল এলাকা নির্বাচন করতে পারবেন;
- পরিকল্পনার তিনটি ধাপ বর্ণনা করতে পারবেন;
- নকশা অনুমোদন কোথায় হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাড়ির নকশা পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বসবাসের জন্য জমি নির্বাচন ও ক্রয়ের পর বাড়ির নকশা পরিকল্পনা করতে হয়। শহর এলাকায় বাড়ির নকশা পরিকল্পনার আইন রয়েছে। বাড়ির চারপাশে আইন অনুসারে ফাঁকা জায়গা রাখতে হয়। ফাঁকা জায়গা পাঁকা না করে সেখানে বৃক্ষ রোপণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাড়ির নকশা পরিকল্পনার সময় দুইটি মূল এলাকা নির্বাচন করতে হয়। যেমন-

১। **কর্ম এলাকা :** কর্ম এলাকায় রান্না, খাদ্য পরিবেশন, ধৌতকরণ, ইস্ত্রি ও সেলাই ইত্যাদি কাজ করা হয়।
২। **বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন এলাকা :** এই এলাকায় শয়নকক্ষ, পড়াশুনা, অবসর বিনোদন ইত্যাদির পরিকল্পনা করতে হয়।

অনেক সময় এলাকা পৃথক করে নকশা পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। কর্ম এলাকার মধ্যে যোগাযোগও সম্পর্ক থাকলে পরিশ্রম কম হয়। সময় অপচয় হয় না। যেমন - রান্না ঘরের ভেতরে বা পাশেই যদি ধৌত করার জায়গা, শাক-সবজি, মাছ কাটার জায়গা থাকে এবং রান্না ঘরের পাশেই যদি খাবার জায়গা থাকে তা হলে হাঁটাহাঁটি কম করতে হয় ফলে ক্লান্তি আসে না। কম সময়ে অনেক কাজ করা যায়।

বাড়ির নকশা পরিকল্পনার স্তর

সাধারণত পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসে নকশা পরিকল্পনা করে। এক্ষেত্রে তিনটি স্তর রয়েছে-
১। বাড়ির নকশা কাগজে কলমে পরিকল্পনা করতে হবে। (খসড়া নকশা প্রস্তুতকরণ)
২। প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে। (প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ধন)
৩। চূড়ান্ত নকশা এবং অনুমোদন।

নকশায় লে-আউট প্লান, পয়:নিষ্কাশন, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইনের ম্যাপ থাকে। ভবিষ্যতে এসব লাইনে ঝামেলা হলে ম্যাপ দেখে সারানো যায়। নকশা পরিকল্পনার সময় বাড়ির মুখ কোন দিকে হলে ভালো হয় তা বিবেচনা করতে হবে। দক্ষিণমুখী ঘরে বাতাস পাওয়া যায়। উত্তরমুখী ঘর শীতকালে বেশ ঠান্ডা থাকে। পূর্ব দিকের ঘরে সকালের রোদ পাওয়া যায় আর পশ্চিম দিকের ঘরে দুপুরের রোদ পরে। ফলে গ্রীষ্মকালে বেশ গরম অনুভূত হয়।

ঢাকা মহানগরীতে বহুতল ভবন নির্মাণে স্থপতি দিয়ে তৈরি নকশা রাজধানী উন্নয়ন কর্তপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। শহরের বাইরে পৌর মেয়র এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে সেখানকার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

বাড়ির নকশা পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়

১। **কক্ষের আকার ও আয়তন :** জমির পরিমাণের উপর কক্ষের আবার আয়তন নির্ভর করে। জমি কম হলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে পার্টিশন ব্যবহার করা যেতে পারে। কক্ষের আকার ও ব্যবহারের উপর আসবাবপত্র বিন্যাস নির্ভর করে। কক্ষের আকার ব্যবহারকারীর কর্মে যাতে ব্যহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

২। **কক্ষের স্থান নির্বাচন :** বাড়ির কোন দিকে কোন কক্ষ হবে কাগজে একে তা নির্দিষ্ট করতে হবে। শয়নকক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হলে ভালো। দক্ষিণ দিকে বাতাস ঢোকে, এতে গরম কম অনুভূত হয়।

৩। **আসবাবপত্র সংস্থাপন :** ঘরের দেয়াল তৈরির সময় দেয়ালের অভ্যন্তরে আসবাবপত্র সংস্থাপনের ব্যবস্থা রাখলে ভালো হয়। এতে মেঝেতে প্রশস্ত জায়গা থাকে। ঘরের ব্যবহার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

- দেয়াল আলমারী তৈরি করে কক্ষ পৃথক করা যায়।
- দেয়াল আলমারীর দরজায় আয়না লাগালে ড্রেসিং টেবিলের প্রয়োজন মেটানো হয়।
- রান্না ঘরে দেয়ালে কেবিনেট বা তাক তৈরি করে নিলে রান্নার সরঞ্জাম, বিভিন্ন পট, হাঁড়ি, পাতিল রাখতে সুবিধা হয়।

৪। **গৃহের অভ্যন্তরে চলাচলের পথ :** কক্ষের অভ্যন্তরে চলাচল সহজ হওয়া আবশ্যক। প্রতিটি কক্ষের পৃথক দরজা থাকলে ভালো। পৃথক দরজা থাকলে কক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা হয়।

৫। **বায়ু চলাচল :** কক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কক্ষে দরজা জানালার অবস্থান বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। বিপরীত দুই দেয়ালে জানালা থাকলে বাতাস এক জানালা দিয়ে ঢুকে অন্য জানালা দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। একে ক্রস ভেন্টিলেশন বলে। এতে কক্ষ ঠান্ডা থাকে এবং গরমের সময় আরাম অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে রোগ জীবাণু জন্মাতে বা বেঁচে থাকতে পারে না। বাড়ি বা কক্ষের অবস্থানের উপর ও বায়ু চলাচল নির্ভর করে। দক্ষিণমুখী অবস্থানের বাড়িতে বায়ু চলাচল ভালো থাকে। কৃত্রিম উপায়েও কক্ষে বায়ুর ব্যবস্থা করা হয়। যেমন- বৈদ্যুতিক পাখা। এছাড়া হাত পাখা, টানা পাখা ও বায়ুর চলাচল বৃদ্ধি করে। এয়ারকন্ডিশন-কক্ষে শীতল বায়ু প্রবাহিত করে।

৬। **আলোর ব্যবস্থা :** প্রতিটি কক্ষ যাতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো পায় তার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সূর্যের আলো থেকে আমরা প্রাকৃতিক আলো পাই। প্রাকৃতিক আলো কক্ষের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর করে, কক্ষকে জীবাণুমুক্ত রাখে। কক্ষে দরজা, জানালার অবস্থান প্রাকৃতিক আলোর প্রবেশ ঘটায়। সূর্যের তীব্র আলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

৭। **প্রয়োজন অনুসারে কক্ষের আকার পরিবর্তন:** প্রয়োজন হলে পার্টিশন ব্যবহার করে কক্ষের আকার পরিবর্তন করে কক্ষের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়। আবার বড় কক্ষের প্রয়োজন হলে পার্টিশন সরিয়ে ফেলা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। বাড়ির নকশা পরিকল্পনার মূল এলাকাগুলো ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন। ২। বাড়ির নকশা পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়গুলোর তালিকা করুন।

সারাংশ

বসবাসের জন্য জমি নির্বাচন ও ক্রয় করার পর পরিবারের সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী বাড়ির নকশা পরিকল্পনা করতে হয়। আইন অনুযায়ী নকশা অনুমোদনের পর বাড়ি তৈরি করতে হয়। বাড়ির নকশা পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো-কক্ষের আকার ও আয়তন, কক্ষের স্থান নির্বাচন, আসবাবপত্র স্থাপন ও সংস্থাপন, গৃহের অভ্যন্তরে চলাচলের পথ, বায়ু চলাচল, আলোর ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে কক্ষের আকার পরিবর্তনের বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শীতকালে কোন দিক থেকে বাতাস আসে ?
ক) পূর্ব দিক খ) পশ্চিম দিক
গ) উত্তর দিক ঘ) দক্ষিণ দিক

২। ঢাকা মহানগরীতে বাড়ি নির্মাণের জন্য কার অনুমোদনের প্রয়োজন ?
ক) রাজউক খ) পৌর কর্তৃপক্ষ
খ) উপজেলা পরিষদ ঘ) সরকার

৩। পৌর এলাকায় বাড়ি নির্মাণের জন্য অনুমোদন প্রয়োজন-
ক) রাজউকের খ) সরকারের
গ) পৌর কর্তৃপক্ষের ঘ) উপজেলা পরিষদের

৪। নকশা পরিকল্পনার সময় বিবেচনা করা প্রয়োজন কার?
i) কক্ষের স্থান ii) প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা iii) আসবাব স্থাপন ও সংস্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সীমা তার বাড়ির নকশা তৈরির সময় স্থপতিকে কক্ষের অবস্থান ঠিক রেখে নকশা করার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বললেন। তিনি নিজেই আলো-বাতাস প্রবেশের পথ ও চলাচলের পথ নকশা করে দিলেন। স্থপতি তার নকশাটির প্রশংসা করলেন।
ক) শয়নকক্ষের অবস্থান কোন দিকে হওয়া উচিত?
খ) বাড়ির নকশা পরিকল্পনা স্তরগুলো ব্যাখ্যা করুন।
গ) সীমা স্থপতিকে কোনো বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে বললেন তা বর্ণনা করুন।
ঘ) স্থপতি সীমার নকশাটি প্রশংসা করার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাসগৃহের জন্য এলাকা নির্বাচনের সময় কোন দিকটি বিবেচনা করতে হয় ?
২। বাড়ির নকশায় কী থাকা প্রয়োজন ?
৩। বাড়ির নকশা প্রস্তুতির কয়টি স্তর লক্ষ্য করা যায় তা বর্ণনা করুন।
৪। বাড়ির নকশা পরিকল্পনায় কক্ষের আকার আয়তন কেমন হওয়া উচিত ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্বাচনের সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা বর্ণনা করুন।
২। বাড়ির নকশা পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.১ : ১। ক, ২। ক, ৩। ক, ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.২ : ১। গ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ